ইনকিলাব

তারিখ ... 2 1 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

শিক্ষকরা বিদেশ থেকে ফিরছেন না সঙ্কটে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

এম মামুন হোসেন

উচ্চশিক্ষার নাম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিদেশে গিয়ে আর দেশে ফিরছেন না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষক সঙ্কট। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার্থে লিয়েন, বিদেশে চাকরি এবং শিক্ষা ছুটিতে নতুন বিধি আরোপ করেছে। এ নতুন বিধি আরোপে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ বিভাগে যোগদান না করায় শিক্ষা ছুটিতে থাকা পাঁচ শিক্ষককে সম্প্রতি ঢাবি সিন্ডিকেটের বৈঠকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ পাঁচ শিক্ষক হলেন ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের প্রভাষক মো. নজরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক মো. আমিনুল ইসলাম মল্লিক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এনামুল করিম, ফারজানা মিথুন এবং ফিন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ওমর ফারুক।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্রে জানা গেছে, দেশের ২৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৩০০ শিক্ষক বর্তমানে দেশে নেই। তারা সবাই উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশে রয়েছেন। এছাড়া আরো ২ হাজার শিক্ষক দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। এনজিও ব্যবসা, বিদেশি সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন আরো সহস্রাধিক শিক্ষক। সবমিলিয়ে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮ হাজার ৬৮ শিক্ষকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষক বিচ্ছিন্ন রয়েছেন মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে।

শিক্ষা কার্যক্রমে গতি ফিরিয়ে আনতে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটিসহ অন্যান্য ছুটিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের মোট শিক্ষকের (অ্যাডহক নিয়োগসহ) অনধিক ৩০ শতাংশ শিক্ষক উচ্চশিক্ষার্থে লিয়েন, বিদেশে চাকরি এবং শিক্ষা ছুটিতে যেতে পারবেন। এজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। শিক্ষকের বিদেশ গমনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পাঠদান কার্যক্রমে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না এবং যথাসময়ে দেশে ফেরত আসবেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এ ব্যাপারে প্রত্যয়ন করতে হবে।

তবে সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষকদের মধ্যে চলছে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। ইউজিসির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে শিক্ষা ছুটিতে অবস্থান করছেন ১ হাজার ৩০১ শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬০ জন আছেন প্রেষণে। বিদেশে অননুমোদিত ছুটি নিয়ে অবস্থান করছেন নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭ শিক্ষক। এছাড়া ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন ১ হাজার ৯৯৫ জন।

- ২৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৩০০ শিক্ষক দেশে নেই
- ২০০০ শিক্ষক বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন
- এনজিও ব্যবসা, বিদেশি সংস্থায় খণ্ডকালীন কাজ করছেন সহস্রাধিক শিক্ষক

ইউজিসির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০ শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন। অননুমোদিত ছুটি নিয়ে আছেন আরো ১২১ শিক্ষক। যাদের মধ্যে ১১০ জনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। এছাড়া দেশের ভেতরে ও বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন আরো ৬৪ জন।

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের অর্ধেকেরও বেশি আছেন শিক্ষা ছুটিতে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭ শিক্ষকের ২৪ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৮ জনের মধ্যে ৫৭ জনই ছুটিতে। আর পাঁচজন বাইরে প্রেষণে কাজ করছেন। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৩-জনের মধ্যে ৪৬ জন ছুটিতে। একজন প্রেষণে এবং অবৈধভাবে দুজন বাইরে রয়েছেন। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ শিক্ষকের ৩৬ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। আর দুজন আছেন প্রেষণে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭২ শিক্ষকের মধ্যে ৮৭ জনই আছেন ছুটিতে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬৮ জনের মধ্যে ১২০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ২০ জন ছুটি শেষ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেননি। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭৩ শিক্ষকের মধ্যে ১৫৫ জন আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ১৩৪ জন শিক্ষা ছুটিতে, তিনজন অবৈধ ছুটিতে ও ১৮ জন প্রেষণে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২৬ শিক্ষকের মধ্যে ১৩৫ জন রয়েছেন শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে। এর মধ্যে ১২৩ জন শিক্ষা ছুটিতে ও ১২ জন আছেন প্রেষণে। বুয়েটের ৪২৫ শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষা ছুটিতে আছেন ১১৭ জন। আটজন আছেন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৬৯১ জন। এর মধ্যে ১২ জনই আছেন প্রেষণে। ১১ জন অবৈধ ছুটি ভোগকারীসহ মোট ১০৬ জন আছেন ছুটিতে।

এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, তা দেশে এবং বিদেশে। উচ্চশিক্ষার নামে অনেক শিক্ষক আর দেশে ফিরে আসেন না, এটা বন্ধ করতে শিগগির নতুন নিয়ম করা হবে বলে তিনি জানান। ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, নতুন নিয়মে পাঁচ বছরের বেশি কেউ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাকে বরখাস্তের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরো বেশি বাড়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন।